উদ্দীপক কাকে বলে (What is Stimulus)

আমাদের দেহে যা উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকে উদ্দীপক বলে। উদ্দীপক সংবেদনের মূল কারণ। আমরা বলতে পারি উদ্দীপক এক শক্তি বিশেষ – যে শক্তি সংবেদন সৃষ্টি করতে সমর্থ। অন্যদিকে আমরা বলতে পারি যা আমাদের দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে বা সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না, তা উদ্দীপক নয়। উদ্দীপক দৈহিক হতে পারে বা বহির্জগতের কোন বিষয় হতে পারে। বর্ণ সংবেদনের উদ্দীপক 'আলোক তরঙ্গ' ও শব্দ সংবেদনের উদ্দীপক 'বায়ু তরঙ্গ' আবার খাদ্যের অভাবে পাকযন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন হল ক্ষুধাজনিত সংবেদনের উদ্দীপক।

উদ্দীপক উপযুক্ত অথবা অনুপযুক্ত হতে পারে। আমাদের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুর বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা থাকে। যার জন্য কোন একটি ইন্দ্রিয় বিশেষ প্রকার উদ্দীপকের দ্বারাই উদ্দীপিত হয় ফলে একই প্রকার সংবেদন উৎপন্ন করে যেমন কন্দ্রেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর বৈশিষ্ট্য হল যে তা কেবল বায়ু তরঙ্গতেই উদ্দীপিত হয় এবং শব্দ সংবেদন সৃষ্টি করে। কাজেই আলোক তরঙ্গ হল বর্ণসংবেদনের উপযুক্ত বা সমর্থ উদ্দীপক। বায়ু তরঙ্গ ও শব্দ সংবেদনের উপযুক্ত বা সমর্থ উদ্দীপক। যে উদ্দীপক তার স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী কোন বিশেষ ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে, তা হল ওই সংবেদনের উপযুক্ত বা সমর্থ উদ্দীপক।

অনেক সময় এক প্রকার সংবেদনের স্বাভাবিক উদ্দীপক অন্য এক প্রকার সংবেদন সৃষ্টি করে। এমন ক্ষেত্রে উদ্দীপকটি উৎপন্ন সংবেদনের অসমর্থ বা অনুপযুক্ত উদ্দীপক বলে গণ্য হয়।

অতএব দেখা যায় তিনটি উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে সংবেদনের উদ্ভব হয়। এই তিনটি উপাদান হল ১) উদ্দীপক ২) দেহ অথবা স্নায়ুতন্ত্র এবং ৩) মন।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Sensation)

সংবেদন হল মৌলিক মানসিক বৃত্তি। এটি এক প্রাথমিক বোধ বা চেতনা। বাইরের জগতের কোন বস্তুর সঙ্গে আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে ঐ বস্তুর সেই ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালিত হলে যে প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় সংবেদন। প্রথমে একটা কিছু সম্পর্কে আমাদের চেতনা হলেও তা যে কি তা আমরা জানিনা। সংবেদনকে নির্বিশেষ চেতনা বলা হয়।

Sulley বলেছেন – ইন্দ্রিয় সংলগ্ন অন্তর্মুখী স্নায়ুর বহি:প্রান্ত উদ্দীপিত হলে এবং এই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌছলে সে সরলতম চেতনার উদ্বেগ হয় তাকেই সংবেদন বলে। ("A sensation is a simple psychical phenomenon resulting from the stimulation of the peripheral extremity of an afferent nerve, when this is propangated to the brain" – Sulley) প্রকৃতপক্ষে, মানুষের মনে সংবেদনের কোন পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা নেই। "সংবেদন হল একটি বিমুর্ত মানসিক অবস্থা" সংবেদনের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তাকে অন্যান্য মানসিক অবস্থা থেকে ভিন্ন করা যায়।

সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল – ১) সংবেদন মানসিক হলেও মন ভিন্ন অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে।

২) সংবেদনের অর্থ করলে তা হয় প্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ হল বিষয় জ্ঞান, কিন্তু সংবেদন কোন বিষয় জ্ঞান নয়।

৩) সংবেদন বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের তথ্য সরবরাহ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাহ্য জগতের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও অন্তর্জগতের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা লাভ করি।

৪) সংবেদনের বেলায় মন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। আমরা ইচ্ছা করলেই সবুজ রঙ কে লাল রঙ মনে করতে পারিনা। সংবেদন আমরা সৃষ্টি করি না। সংবেদনকে যেন আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৫) সংবেদন সর্বত্রই কোন অস্তিত্বশীল বস্তুর গুন নির্দেশ করে বলে সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা।

৬) সংবেদন বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের তথ্য সরবরাহ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাহ্য জগতের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও অন্তর্জগতের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা লাভ করি।

সংবেদনের নিম্নসীমা বলতে কী বোঝো ? (What do you mean by lower limit of Sensation)

সংবেদন উদ্দীপক দ্বারা সৃষ্ট বলে আমরা মনে করি যে উদ্দীপকের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সংবেদনেরও তীব্রতা হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। যদিও এমন ধারণা ঠিক নয়। সকল ক্ষেত্রে উদ্দীপকের তীব্রতার বাড়া কমার সাথে সাথে সংবেদনের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। অতি ক্ষীণ আলো বা অতি মৃদু শব্দ আমাদের অনুভবগম্য কোন সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। শব্দ - সংবেদনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে প্রতি সেকেন্ডে বায়ু-কম্পন কুড়িবার না হলে সে শব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। তাই উদ্দীপকের একটা ন্যূনতম তীব্রতা থাকা প্রয়োজন, যার অভাব ঘটলে সংবেদন অনুভূত হতে পারেনা। যে সর্বনিম্ন তীব্রতা থাকলে কোন উদ্দীপক ঠিক বোধগম্য সংবেদন সৃষ্টি করতে পারে, উদ্দীপকের সেই স্তর বা পর্যায়কে বলে উদ্দীপকের

নিম্নসীমা এবং উদ্দীপকের নিম্নসীমায় যে ঠিক বোধগম্য সংবেদন সৃষ্টি হয় তাকে বলে সংবেদনের নিম্নসীমা বা সংবেদনের সূচনা স্তর।

সংবেদনের উর্ধ্বসীমা (Height of Sensibility)

সংবেদনের নিম্নসীমা থেকে আরম্ভ করে আমরা যদি উদ্দীপকের শক্তিকে বাড়াতে থাকি তা হলে লক্ষ্য করব যে সংবেদনের তীব্রতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে সংবিধানের যে বৃদ্ধি তার ও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, যা অতিক্রম করলে উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়ে ঠিকই কিন্তু তাতে সংবেদন বৃদ্ধি পায় না – আর এই যে সীমা তাকে সংবেদনের উর্ধ্বসীমা বলে। যেমন শব্দ সংবেদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বায়ু কম্পন প্রতি সেকেন্ডে ২২, ০০০ বার অপেক্ষা বেশি হলে বাড়তি যে কম্পনজনিত সংবেদন তা অনুভূত হয় না। সংবেদনের উর্ধ্বসীমা ও নিম্ন সীমার মধ্যবর্তী ক্ষেত্রকে সংবেদনের ক্ষেত্র (Range of Sensibility) বলে।